ধানধুনিয়ায় স্বামীর বাড়িতে ধরনায় বাংলাদেশি স্ত্রী

বুল নমদাস ● নয়ারহাট

১৩ মার্চ ঃ বিয়ের পর মাত্র চারদিন একত্রে সংসার করেছিলেন স্বামী স্ত্রী। তারপরই তাঁরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হন। নববিবাহিতাকে জোর করে ফেরত পাঠানো হয় বাংলাদেশে নিজের বাড়িতে। দীর্ঘদিন সাক্ষাৎ বন্ধই ছিল। বাধা হয়ে দাঁড়ায় দুই দেশের সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়া। এদিকে, স্বামী আর একটি বিয়ে করেছেন। তবুও তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি প্রথম পক্ষের স্ত্রী। স্বামীর টানে ফিরে এসেছেন ভারতে। ভালোবাসার কাছে হার মেনেছে কাঁটাতারের বেড়া। কিন্তু গোল বেঁধেছে অন্যখানে। যাঁর আশায় দেশান্তরী হয়েছেন তিনিই বেপাত্তা। উপরন্তু তাঁর বাড়ির লোকজনের কাছে জুটেছে তিরস্কার। তাই বাধ্য হয়ে ঘর করতে চেয়ে স্বামীর বাড়িতে ধরনায় বসলেন স্ত্রী। ঘটনাটি মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছাট ধানধুনিয়া এলাকায়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ধরনায় বসেছেন উলুপি রায়। –সংবাদচিত্র

১৫ বছর আগের কথা। ছাট ধানধুনিয়ায় আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন বাংলাদেশের নিলফামারি জেলার বাসিন্দা উলুপি রায়। তখন তিনি নবম শ্রেণিতে পড়তেন। বেড়াতে এসে আত্মীয়ের প্রতিবেশী সুনীল রায়ের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রেমের পরিণতি গড়ায় বিয়েতে। শিলিগুড়ির একটি মন্দিরে বিয়ে হয় বলে উলুপি জানান। তারপর মাত্র চারদিন তিনি ঘর করেছিলেন সুনীলের সঙ্গে। সুনীলের বাড়ির লোকজন জোর করে তাঁকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠান বলে উলুপির অভিযোগ। এই ঘটনার ২ বছর পর সুনীল বাংলাদেশে গিয়ে উলুপির সঙ্গে আরও ৬ মাস সংসার করেন বলে দাবি করেন উলুপি। সুনীল বাড়িতে ফিরে এসে আরও একটি বিয়ে করেন। এই কথা জানার পর ৭-৮ বছর আগে উলুপি তাঁর বাবাকে নিয়ে স্বামীর বাড়িতে আসেন। সেবারও তাঁকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয় বাংলাদেশে। তবু মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি স্বামীকে। ফের স্বামীর টানে ঘর করার আশায় চারদিন আগে বাংলাদেশ থেকে ছুটে আসেন উপুলি। কিন্তু যাঁর টানে তিনি বারবার দেশান্তরী হয়েছেন সেই স্বামী বর্তমানে বেপাত্তা। উপরন্তু শ্বশুরবাড়িতে ঢুকতে গিয়ে তাঁকে লাঞ্ছিত হতে হয়েছে বলে অভিযোগ।

তিনদিন এক আত্মীয়ের বাড়িতে থাকার পর মঙ্গলবার সকালে ফের ওই বাড়িতে ঢুকতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তাই বাধ্য হয়ে বাড়িতে ঢোকার মূল দরজার সামনে ধরনায় বসেন বাংলাদেশি স্ত্রী। তিনি বলেন, 'স্বামীর সঙ্গে ঘর করার জন্য এসেছি। এবার আর ফিরে যাব না।' তাঁর স্বামী তাঁকে ফোন করে আসতে বলেছিলেন বলেও তিনি দাবি করেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। গ্রামবাসীরাও জড়ো হন। পরে সকলের সহযোগিতায় ওই মহিলাকে বাড়িতে ঢুকে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েত সদস্য কমল বর্মন বলেন, 'আমরা মানবিক কারণে ওই মহিলার পাশে দাঁড়িয়েছি। অধিকার দাবি করতে তিনি বাংলাদেশ থেকে এসেছেন। তাঁর প্রতি অবিচার করা হলে আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা নেব।' এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রামু রায়ও বলেন, 'আমরা ওই মহিলার পাশে রয়েছি। তিনি যাতে সংসার করতে পারেন তার চেষ্টা করা হচ্ছে।' ধরনায় বসার ঘটনায় বেজায় চটেছেন সুনীলের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী নমিতা রায়। তিনি বলেন, 'আমার স্বামী ওই মহিলাকে যে বিয়ে করেছেন তার প্রমাণ নেই। প্রমাণ দিলে তাঁকে বাড়িতে জায়গা দেওয়া হবে। নচেৎ নয়।' স্বামী কোথায় গেছেন তা তিনি জানেন না বলেও নমিতা জানান।

আজ ভারতের অংশে চলবে রেল ইঞ্জিন

হলদিবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ মঙ্গলবার হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রুটে সদ্য পাতা রেললাইন দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতের অংশে রেলের ইঞ্জিন চালাতে পারল না রেল দপ্তর। সোমবার রাতের ঝোড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বুধবার চালানো হবে ইঞ্জিন।

রেল দপ্তর সূত্রে খবর, মঙ্গলবার হলদিবাড়ি-চিলাহাটি রেললাইনে ভারতের অংশে পরীক্ষামূলকভাবে রেলের ইঞ্জিন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে বৃষ্টির কারণে রেললাইন পাতার কাজ শেষ করতে পারেননি বরাতপ্রাপ্ত ঠিকাদার। মঙ্গলবার পরীক্ষামূলকভাবে ইঞ্জিন চালানোর লক্ষ্যে সোমবার রাতেও কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন ঠিকাদার। এর জন্য সবরকম প্রস্তুতিও সেরে ফেলা হয়। লাগানো হয় লাইটও। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনায় জল ঢেলে দেয় বৃষ্টি। সারারাত ধরে বৃষ্টি হওয়ায় রেললাইনের অসমাপ্ত কাজ শেষ করতে পারেননি ঠিকাদার। তাই মঙ্গলবার নতুন রেললাইনে পরীক্ষামূলকভাবে রেলের ইঞ্জিন চালাতে পারেনি রেল দপ্তর। তবে মঙ্গলবার বৃষ্টি না হওয়ায় সারাদিন কাজ করে নতুন রেললাইন পাতার কাজ শেষ করেন ঠিকাদার। সেই অনুযায়ী বুধবার সদ্য পাতা রেললাইন দিয়ে রেলের ইঞ্জিন চালানো হবে বলে রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

ওই দিন রেলের ইঞ্জিনটি হলদিবাড়ি রেলস্টেশন থেকে রওনা হয়ে বাংলাদেশ সীমান্ত অবধি চলবে। সূত্রের খবর, সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ সরকার আজও রেললাইন পাতার কাজ শেষ করতে পারেনি। তাই সীমান্তের কাঁটাতার পর্যন্ত রেলের ইঞ্জিন চালানো হবে।

উদ্‌বোধন

দিনহাটা, ১৩ মার্চ ঃ ছিটমহল উন্নয়ন তহবিলের টাকায় দিনহাটা-১ ব্লকের অন্তর্গত বড়শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বাত্রিগাছে দুটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের উদ্‌বোধন করা হল মঙ্গলবার। এদিন কেন্দ্র দুটির উদ্‌বোধন করেন আইসিডিএস সুপারভাইজার তৃষ্ণা রায়সিংহ, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান কুদ্দুস মিয়াঁ প্রমুখ। তৃষ্ণা জানান, এনক্লেভ-১ ও ২ কেন্দ্র দুটির এদিন উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

বোল্ডার নিয়ে আপত্তি জানালে প্রাণে মারার হুমকির অভিযোগ

সুশান্ত গুহ ● চ্যাংরাবান্ধা

১৩ মার্চ ঃ ট্রাকে বোল্ডার ওঠানো-নামানোর কাজে বাধা দিলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি নিয়ে চ্যাংরাবান্ধায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে বোল্ডার রপ্তানির জন্য চ্যাংরাবান্ধায় যেখানে সেখানে ট্রাকে বোল্ডার ওঠানো ও নামানো হয়। স্তূপ করেও রাখা হয়। এই ঘটনায় চ্যাংরাবান্ধার মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে।

চ্যাংরাবান্ধার পশ্চিমপাড়ার অধিবাসীদের পক্ষে গণস্বাক্ষর মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক, সংবলিত স্মারকপত্রে মেখলিগঞ্জের পুলিশ এবং মেখলিগঞ্জ ব্লকের বিডিও-কে অভিযোগ করা হয়েছে। পাকা সড়কের পাশে যত্রতত্র দিনেরাতে যখন-তখন বোল্ডার ট্রাকে ওঠানো ও নামানো এবং স্তূপ করে রাখার সময় প্রচণ্ড শব্দে বাড়িঘর কেঁপে উঠছে। রাতে এরকম ঘটনায় শিশুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে। এই কাজে বাধা দেওয়া হলে তাদের প্রাণে মেরে ফেলার হুমকিও দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমপাড়ার জনৈক গোপাল মজুমদার, কনক মোস্তাফি, বিজয় বসু, বাণী বসু, অপর্ণা সাহা মজুমদার সহ ৩৮ জনের স্বাক্ষর করা স্মারকপত্রে মহকুমা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে, দিনরাত এই কাজ চলায় তাঁদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। পাকা সড়কের পাশে বোল্ডার নামিয়ে রাখার জন্য সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। বিভিন্ন স্থানে জমিতে বোল্ডার স্তূপ করে রাখার জন্য বৃষ্টির জলও আটকে থাকছে। গত বছর বোল্ডার জমিয়ে রাখার কারণে চ্যাংরাবান্ধার পশ্চিমপাড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার বাড়িঘরে বৃষ্টির জল জমেছিল। অবিলম্বে প্রশাসন জনজীবন স্বাভাবিক রাখতে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তাঁরা পথে নামতে বাধ্য হবেন।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, বোল্ডার ব্যবসা নিয়ে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু জীবনযাত্রা দুর্বিষহ করে ব্যবসা চালানোর বিরোধী তাঁরা। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে মেখলিগঞ্জের মহকুমাশাসক অপ্রতিম ঘোষ বলেন, 'চ্যাংরাবান্ধার সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের অভিযোগপত্র পেয়েছি। অভিযোগকারীদের বক্তব্যও শুনেছি। অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমিরাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি।' এদিকে মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, তারাও একটি অভিযোগপত্র পেয়েছে। বিষয়টি তারা খোঁজ নিয়ে দেখছে। বিডিও বিরূপাক্ষ মিত্র বলেন, চ্যাংরাবান্ধার পশ্চিমপাড়ার কিছু মানুষের সই করা স্মারকপত্র তিনি পেয়েছেন। এলাকার অনেক মহিলারাও তাঁর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন।

এদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, বোল্ডারের ব্যবসার সঙ্গে চ্যাংরাবান্ধার প্রচুর ব্যবসায়ী যুক্ত। এই কাজে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকও জড়িত। বাংলাদেশে বোল্ডার রপ্তানির ক্ষেত্রে চ্যাংরাবান্ধা এখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই ব্যবসার জন্য চ্যাংরাবান্ধার বিপুল সংখ্যক মানুষের আর্থিক উন্নতিও হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রশাসনের এটা দেখা উচিত যাতে বোল্ডারের কারণে সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত না হয়। হুমকির অভিযোগ সম্পর্কে তাঁরা কোনো মন্তব্য করেননি। তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসা চালাতে চান।

– সংবাদ নিউজ সার্ভিস

> চ্যাংরাবান্ধার সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের অভিযোগপত্র পেয়েছি। অভিযোগকারীদের বক্তব্যও শুনেছি। অভিযোগের বিষয়ে পুলিশ এবং ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। – **অপ্রতিম ঘোষ, মহকুমাশাসক, মেখলিগঞ্জ**

চান্দামারিতে ভাঙা সেতুর জায়গায় নতুন সেতু বানাল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

নিশিগঞ্জ, ১৩ মার্চ ঃ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের টাকায় তৈরি হল চান্দামারি প্রাণনাথ সেতু। কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েত ও চান্দামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগকারী বুড়া ধরলা নদীর ওপর লোহার সেতুটি ২০১৬ সালের ১৮ আগস্ট ভোরে একটি ট্রাক সহ ভেঙে পড়ে। রাখিবন্ধনের সকালে সেতু ভাঙায় বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে নদীতে বাঁশের মাচা বানিয়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করে। স্থানীয়রা দ্রুত সেতু তৈরির দাবি জানান।

নতুন সেতু। ছবিঃ তাপস মালাকার

কোচবিহার-নিশিগঞ্জ রাজ্য সড়কের মাঝে আকরাহাট বাজার থেকে চান্দামারি হয়ে গোসানিমারি পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়কে ২০০৯ সালে প্রাণনাথ লৌহ সেতুটি নির্মিত হয়। ইটবোঝাই ট্রাকসমেত সেতুটি নির্মিত হয়। ইটবোঝাই ট্রাক সমেত সেতুটি ভেঙে পড়ায় ৪-৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ সমস্যায় পড়েন। স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের কাছে স্থানীয়রা দাবি করেন নতুন পাকা সেতু নির্মাণের।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, সেতুটি ভাঙার পর আমি ওখানে যাই। স্থানীয় মানুষ সেতু ভাঙায় যোগাযোগের অসুবিধার কথা জানান আমাকে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের থেকে ৩ কোটির বেশি অর্থ ব্যয়ে ওখানে সেতুটি নির্মাণ করা হয়েছে নতুন করে। সম্প্রতি আমি পরিদর্শন করে এসেছি সেতুটি। বর্ষার অনেক আগে সেতুটি সংযোগকারী রাস্তার কাজ শেষ হওয়ায় সমস্যা মিটল। এছাড়া আরও কয়েকটি নতুন সেতু জেলায় তৈরি হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর থেকে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ সমগ্র উত্তরবঙ্গজুড়ে চলছে।

কোচবিহার-১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ খোকন মিয়াঁ জানান, চান্দামারি প্রাণনাথ সেতুর কাজ শেষ হয়েছে। দিন তারিখ ঠিক না হলেও পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই সেতুটির উদ্‌বোধন হবে।

সিতাইয়ে অডিটোরিয়াম সারাইয়ে টাকা বরাদ্দ

সিতাই, ১৩ মার্চ ঃ দীর্ঘদিন জীর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকা সিতাই অডিটোরিয়াম সংস্কার এবং আধুনিকীকরণে উদ্যোগী হল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। প্রায় ৩০০ আসনবিশিষ্ট এই অডিটোরিয়ামকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এ কাজে ব্যয় ধার্য হয়েছে ৩ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার শরদিন্দু রায় জানান, পুরানো অডিটোরিয়ামটি ব্যবহারের অযোগ্য অবস্থায় রয়েছে। মেঝে, ছাদ, দেয়াল হয় মেরামত করা হবে, নয়তো পুনরায় নির্মাণ করা হবে। অডিটোরিয়ামে একটি অত্যাধুনিক মঞ্চ তৈরি হবে। থাকবে বিশেষ আলোর ব্যবস্থা।

বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মাবসুনিয়া বলেন, 'সিতাই পঞ্চায়েত সমিতির জমিতে এই অডিটোরিয়ামটি ১৯৯২ সালে এটি নির্মাণের কাজ শুরু হলেও শেষ করা হয়নি। এলাকার মানুষের স্বার্থে ভগ্নদশায় পড়ে থাকা অডিটোরিয়ামটি সংস্কারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এটি ব্লকের মানুষের কাজে লাগবে, স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজু সাহা জানান, অডিটোরিয়ামটির প্রয়োজনীয়তা আমরা দীর্ঘদিন থেকেই অনুভব করে আসছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অডিটোরিয়ামকে আমরা ব্যবহার করতে পারব।

সারাই করা হবে এই অডিটোরিয়ামটি। ছবিঃ পার্থসারথি রায়

প্রাক্তন শিক্ষক গৌতম ভুঁই জানান, সাধারণত নানা অনুষ্ঠানে ডেকোরেশন বাবদ মানুষের অতিরিক্ত অর্থ খরচ করতে হয়। এই অডিটোরিয়ামটি ব্যবহারযোগ্য হলে এখানকার মানুষ স্বল্প খরচে সেখানে অনুষ্ঠান করতে পারবেন।

প্রধান নাগরিক জয়নারায়ণ বর্মন জানান, ব্লকের মানুষের একটি অডিটোরিয়াম খুবই প্রয়োজন। অডিটোরিয়ামটির কাজ শেষ হলে স্থানীয় মানুষ উপকৃত হবেন।

এক রাতে দুই নাবালিকার বিয়ে রুখল চাইল্ড লাইন

বক্সিরহাট, ১৩ মার্চ ঃ পুলিশের সহযোগিতায় এক রাতে দুই নাবালিকার বিয়ে আটকাল চাইল্ড লাইন। একটি বক্সিরহাট থানার নয়ারহাট গ্রামের এবং অপরটি একই থানার হরিরহাট গ্রামের ঘটনা। এর মধ্যে এক নাবালিকাকে হোমে পাঠালেও অন্যজনকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করে দুই পরিবারের লোকেরা বলে অভিযোগ উঠেছে। বোচামারি হাইস্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর সঙ্গে নয়ারহাট জলারধামের এক যুবকের বিয়ে ঠিক করে দুই পরিবারের লোকরা। গত ৬ মার্চ তাদের বিয়ের দিন নির্ধারিত হয়। বিয়ের জন্য আগাম যৌতুকও দেওয়া হয়। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে বিয়েটি ভেঙে যায়। এরপর ওই স্কুলছাত্রী রবিবার নয়ারহাটে ছেলের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাবি জানায়। পরে দুই পক্ষ এসে ছেলের বাড়িতে বিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেয়। সোমবার রাতে তাদের বিয়ে হবার কথা ছিল। সেজন্য চলছিল সমস্তরকম প্রস্তুতি। প্রতিবেশীদের কাছ থেকে এ খবর পেয়ে চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বার কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন তাঁর কয়েকজন সহকর্মী ও বক্সিরহাট থানার পুলিশকে নিয়ে ছেলের বাড়িতে উপস্থিত হন। দুই পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে বিয়ে স্থগিত করেন। ছাত্রীটিকে কোচবিহারের দায়িত্বপ্রাপ্ত আলিপুরদুয়ারের সিডব্লিউসি-র কাছে নিয়ে যান। সিডব্লিউসি ছাত্রীটিকে কোচবিহারে শহিদ বন্দনা স্মৃতি আবাসে পাঠায়।

অপরদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে হরিরহাট গ্রামে। হরিরহাটের প্রতিবেশী বাঁশরাজা গ্রামের এক নাবালিকার সঙ্গে হরিরহাটের এক যুবকের বিয়ে ঠিক করে দুই পরিবারের লোকরা। পাত্রপক্ষ মেয়েটিকে সোমবার ছেলের বাড়িতে নিয়ে যায় বিয়ের জন্য। বিয়ের প্রস্তুতিও চলছিল। সেই খবর পেয়ে পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে চাইল্ড লাইন কর্তৃপক্ষ সেখানে হাজির হয়। পুলিশকে দেখেই পাত্রপাত্রীকে অন্যত্র সরিয়ে দেয় দুই পরিবারের লোকরা। পরে দুই পরিবারের লোকদের নিয়ে চাইল্ড লাইনের টিম মেম্বার কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন ও তাঁর সহকর্মীরা আলোচনায় বসেন। দুইপক্ষ লিখিতভাবে জানায়, পাত্রীর বিয়ের বয়স না হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের বিয়ে দেবে না। পাত্রপাত্রীকে তারা সিডব্লিউসি-র কাছে যতশীঘ্র সম্ভব হাজির করাবে।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্‌বোধন করা প্রকল্পের জল মিলছে না

হলদিবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ মুখ্যমন্ত্রী উদ্‌বোধন করার পরে দুই বছর অতিক্রান্ত হলেও জল প্রকল্প চালু করার উদ্যোগ নেই প্রশাসনের। বাড়ছে গরম। গ্রামগঞ্জে অভাব দেখা দিচ্ছে বিশুদ্ধ পানীয় জলের। অথচ জল প্রকল্পের গেটে ছয় মাস ধরে তালা ঝোলানো থাকায় জল পরিসেবা পাচ্ছেন না উত্তর বড় হলদিবাড়িবাসী।

উল্লেখ্য, রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাঁকুপাড়া, কামাপাড়া, কুমবাড়ি সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের জন্য গজেন্দ্রপুর চৌরঙ্গিতে একটি জলাধার তৈরি করে। ২০১৫ সালে সেই জল প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্থানীয় জনৈক রতন সরকার, ভানু মহন্ত, গদাধর মহন্ত, সুবল রায়, হরিপদ রায় প্রমুখের অভিযোগ, উদ্‌বোধনের দুই বছর পেরিয়ে গেলেও জল প্রকল্প থেকে পানীয় জলের পরিসেবা পাচ্ছে না সাধারণ মানুষ। পর্যাপ্ত সংখ্যক ট্যাপকল বসানো হয়নি। পাইপ লাইনের অবস্থা বেহাল। একাধিকবার তারা কর্তৃপক্ষকে জলের জন্য দরবার করেছেন। তা সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় জল প্রকল্পের গেটে ছয় মাস আগে তালা ঝোলান গ্রামবাসীরা। কিন্তু পরবর্তীতে সেই তালা খোলার কোনো উদ্যোগ নেননি দপ্তরের আধিকারিকরা। বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীদের পাশাপাশি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ মৈত্র। সুভাষবাবু জানান, জল প্রকল্পের পরিসেবা চালু করার জন্য জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরে একাধিকবার চিঠি করা হলেও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। অপরদিকে, উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের অভিযোগ, গরম বাড়ছে। অনতিবিলম্বে পানীয় জল পরিসেবা চালু করা হোক।

স্থানীয়দের দাবি প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিকাশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা হয়। কিন্তু তিনি ফোন না ধরায় তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়নি। –সংবাদ নিউজ সার্ভিস

এই রাস্তার একাংশ পাকা করা হচ্ছে। ছবিঃ জয়দেব দাস।

অর্ধেক নয়, পুরো রাস্তাই পাকা চায় বৈশ্যপাড়া

কোচবিহার, ১৩ মার্চ ঃ অর্ধেক নয়, পুরো রাস্তাই পাকা করতে হবে। এই দাবিতে সরব হলেন কোচবিহার-১ ব্লকের ডাউয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের অভিযোগ, এলাকায় প্রায় ৭০০ মিটার দীর্ঘ একটি মাটির রাস্তা রয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাস্তাটি পাকা করার উদ্যোগ নেয় কর্তৃপক্ষ। তবে আপাতত ৩০০ মিটার রাস্তা কংক্রিট করা হবে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে। আর এতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, ৭০০ মিটার রাস্তাই দ্রুত কংক্রিট করতে হবে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকশো মানুষের যাতায়াত এই রাস্তা দিয়ে। মাটির রাস্তাটি বর্ষাকালে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। ওই এলাকায় একটি প্রাথমিক স্কুলও রয়েছে। পড়ুয়াদেরও সমস্যায় পড়তে হয়। দীর্ঘদিনের দাবি মেনে রাস্তাটি কংক্রিটের করার উদ্যোগ নেওয়া হলেও তা পুরো অংশে না হওয়াতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। স্থানীয় জীবনকৃষ্ণ চক্রবর্তী, হরিপদ সরকার, মনোহর সরকার, সুভাষ সরকার প্রমুখ বলেন, ২০-২২ বছর আগে মাটির এই রাস্তাটি তৈরি করা হয়েছে। এতদিনেও পাকা করা হয়নি। দীর্ঘদিন পাকা করার দাবি জানিয়ে আসছি আমরা। অবশেষে আমরা জানতে পারলাম রাস্তাটির অর্ধেক পাকা করা হবে। আমরা এর বিরোধিতা করছি। পুরো রাস্তাই পাকা করতে হবে। গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কিছু কাঁচারাস্তা কংক্রিট করা হচ্ছে। কাজও শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান চন্দন কার্জি বলেন, ওই রাস্তাটি প্রায় ৭০০ মিটার দীর্ঘ। এর মধ্যে ৩০০ মিটার কংক্রিট করা হবে প্রাথমিকভাবে। পরবর্তীতে বাকি অংশ কংক্রিট করা হবে।–সংবাদ নিউজ সার্ভিস

উত্তর বড় হলদিবাড়িতে পাকা করা হচ্ছে রাস্তা

হলদিবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ স্থানীয় মানুষের দাবি মোতাবেক হলদিবাড়ি ব্লকের উত্তর বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রাস্তা পাকা করা হচ্ছে। প্রায় প্রত্যেক পঞ্চায়েত সদস্যের এলাকায় একটি করে মোট ১৬টি রাস্তা কংক্রিট করা হচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, একশো দিনের প্রকল্পের টাকায় এই কাজ চলছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুভাষ মিত্র ও সদস্য শ্রীপদ রায় এবং পলাশ রায় জানান, রাস্তাগুলি কাঁচা ছিল। বর্ষাকালে জমত জলকাদা। ফলে ছাত্রছাত্রী, স্থানীয় মানুষের চলাচলে খুবই অসুবিধা হত। এই অসুবিধা দূর করতে রাস্তাগুলি কংক্রিট করা হচ্ছে। তাঁরা আরও জানান, এলাকার যাতায়াত ব্যবস্থাকে উন্নত করতে আরও কিছু রাস্তা কংক্রিট করার প্রয়োজন রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জানান, জনগণের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে বাকি রাস্তাগুলিও কংক্রিট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

সম্মেলনে আগতদের খাওয়ালেন এক নেতা

হলদিবাড়ি, ১৩ মার্চ ঃ তৃণমূলের বুথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল হেমকুমারীতে। দলের এক স্থানীয় নেতা সম্মেলনে আগতদের পেটপুরে খাইয়েছেন। তৃণমূলের অঞ্চল কমিটি মঙ্গলবার হেমকুমারী চেকপোস্ট এলাকায় সম্মেলনের আয়োজন করে। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অঞ্চল কমিটির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, দলের মহিলা শাখার ব্লক সভানেত্রী পূরবী রায়প্রধান, গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গুণবালা রায় প্রমুখ। অঞ্চল কমিটির সভাপতি জানান, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। নির্বাচনে লড়ার কৌশল নিয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরার নির্দেশ দেওয়া হয় কর্মীদের। সম্মেলনে ২২৬ ও ২২৭ নম্বর বুথের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বুথ সম্মেলনকে কেন্দ্র করে আয়োজন ছিল চোখে পড়ার মতো। সুভাষবাবুর দাবি, এদিনের সম্মেলনে তাঁর বাড়িতে এলাকার প্রায় সাড়ে তেরোশো মানুষকে খাওয়ানো হয়েছে। এর জন্য প্যান্ডেল বানানো হয়। সেখানের টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। সবাই পেটপুরে খেয়েছেন। তৃণমূলের কর্মী সম্মেলনের ভোজ না বিয়েবাড়ির ভোজ তা বোঝার উপায় ছিল না।

কাজ বন্ধ করার পরে রাস্তায় স্থানীয় মানুষদের জটলা। ছবিঃ আবির ভট্টাচার্য

নিম্নমানের অভিযোগ তুলে বন্ধ করা হল রাস্তার কাজ

দিনহাটা, ১৩ মার্চ ঃ নিম্নমানের অভিযোগ তুলে রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন দিনহাটা-১ ব্লকের আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬/২১৯ নম্বর বুথের বাসিন্দারা। মঙ্গলবার দুপুরে ওই এলাকায় রাস্তার কাজ আটকে দেন তাঁরা। স্থানীয় রিন্টু হক, নির্মল মণ্ডল, সুভদ্রা দেবনাথ প্রমুখের অভিযোগ, রাস্তা নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই কাজ আটকে দেওয়া হয়েছে।

এ বিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিৎ বসু বলেন, বিজেপির কিছু লোক কাজ আটকে দিয়েছে। বুধবার থেকে ফের কাজ শুরু হবে।

লাফাবাড়িতে রক্তদান

ঘোকসাডাঙ্গা, ১৩ মার্চ ঃ মঙ্গলবার ঘোকসাডাঙ্গা বীরেন্দ্র মহাবিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিট ও ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের যৌথ উদ্যোগে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের অন্তর্গত লাফাবাড়ি এপি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৯ জন মহিলা সহ মোট ৩২ জন রক্তদান করেন। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের সভাপতি নবেন্দু ভদ্র এ খবর দিয়ে জানান, সংগৃহীত রক্ত কোচবিহারে এমজেএন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে।

ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের ঘোকসাডাঙ্গা কোঅর্ডিনেটর সাহেব সরকার জানান, সম্প্রতি ঘোকসাডাঙ্গার হঠাৎ সংঘে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন লাফাবাড়িতে রক্তদান শিবির করা হল। আরও বেশকিছু এলাকায় খুব শীঘ্রই শিবিরের আয়োজন করা হবে।

– সংবাদ নিউজ সার্ভিস